ابو فضيلة

18-2-55

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ'র নিবেদন—

সুশীল জানার "সূর্য্যগ্রাস" উপন্যাস অবলম্বনে

অনুপমা

পরিচালনা : **অগ্রদূত**

সঙ্গীত : **অনুপম ঘটক**

গীত রচনা : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত
চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ
সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

শিল্পনির্দ্দেশক : সুধীর খাঁ
রূপসজ্জাকর : বসির আমেদ
ব্যবস্থাপক : তারক পাল

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে
নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীতে : হীরেন ঘোষ
চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী
শব্দধারণে : অনিল তালুকদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন পাল

সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ
দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে
যোগেশ পাল
রূপসজ্জায় : রমেশ দে, বটু গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল
আলোকনিয়ন্ত্রণে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্থির চিত্র—ষ্টিল ফটো সার্ভিস্

চিত্র পরিস্ফুটনা—বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীজ.

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দ যন্ত্রে গৃহীত।

পরিবেশক—**ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড**

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

অনুপমার রূপায়ণে—

অনুভা গুপ্তা,

সাবিত্রী চ্যাটার্জী,

সুপ্রভা মুখার্জী,

যমুনা সিংহ,

সন্ধ্যা দেবী, সবিতা ভট্টাচার্য্য, মঞ্জুশ্রী ঘটক, টুকটুক্ সরকার।

উত্তমকুমার,

বিকাশ রায়,

জহর গাঙ্গুলী,

নীতীশ মুখার্জী,

অনুপকুমার,

সলিল দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণধন মুখার্জী, প্রীতি মজুমদার,

কালী গুহ, মাঃ বাবুয়া।

কাহিনী

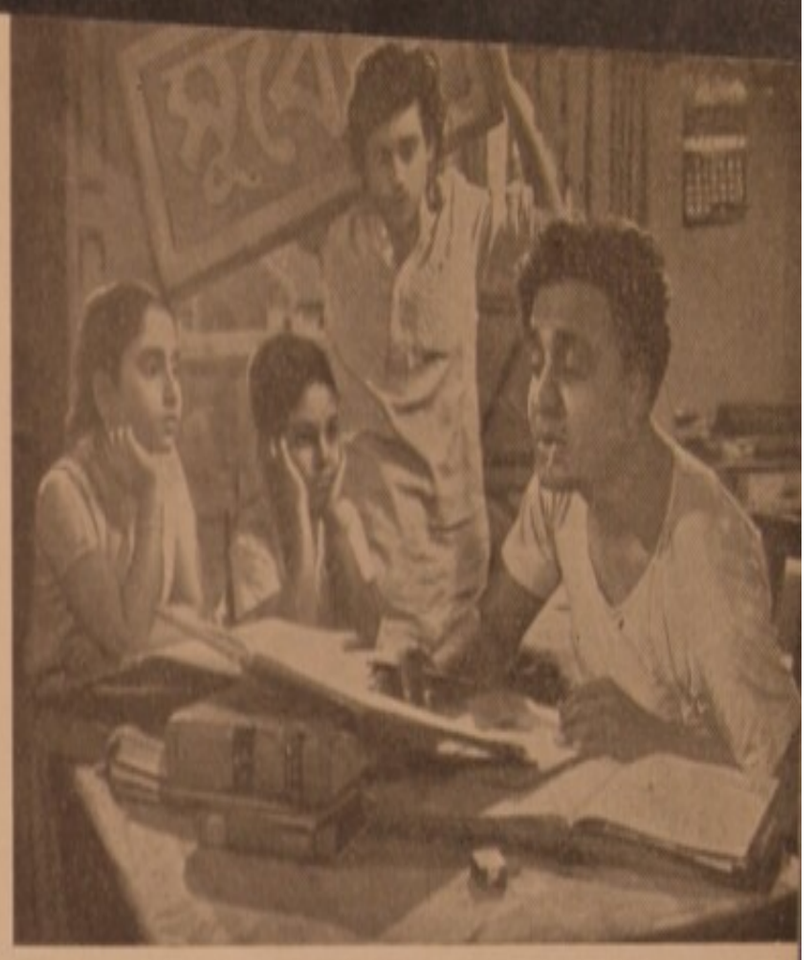

শিক্ষা ও সভ্যতার একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক মোক্ষদাসুন্দরী হাই-স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার শিবশংকর হতাশ ভগ্নহৃদয়ে মরবার সময়ে দেখে গেলেন—তাঁর আদর্শের সড়ক কোন উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে উঠতে থম্‌কে গেছে গভীর খাদের সামনে। ছেলে অবনী বেকার—স্ত্রী ও মেয়েদের জীবনে জন্মগত সংস্কার বর্ত্তমান কাল-সংকটের ঘনঘোর বিরোধ।

তাঁর মৃত্যুর পর এ পরিবারের শেষ পুঁজি যেটুকু ছিল তাকে নিঃশেষ করে দিলে ব্যবসায়বুদ্ধিহীন বেকার অবনীর ব্যবসা। পরিবারের সামনে এখন অবধারিত অনশন। মা মহামায়া হলেন এদেশে বহুযুগলালিত সংস্কার ও অন্ধ নারীভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে পড়লো তাঁর সংস্কারের ওপর প্রথম আঘাত: নারীর চিরকেলে ঘরের কোণ থেকে বালবিধবা মেয়ে কল্যাণীকে তাঁকে বাইরের জগতে উপার্জনের জন্যে ছেড়ে দিতে হ'লো।

কল্যাণী হ'লো সেই সব কর্মক্লান্ত আধুনিক মেয়েদের একজন—যারা দশটা পাঁচটা চাকরী করে আর ঘরের স্বপ্ন দেখে, চিরকেলে সমাজ যাদের টুঁটি চেপে ধরে আর বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট যাদের জীবনরস নিংড়ে বার ক'রে নেয়। তারা এদেশের নতুন এক অনুপমা বিজয়িনীর দল।

শিবশংকরের পুরানো ছাত্র নরেনের সাহায্যে ও হৃদয় ঢালা সহানুভূতিতে মাথা তুলে দাঁড়ায় সে। কাঁধ লাগায় সংসারের চাকায়, স্বপ্ন দেখে মহত্তর এক জীবনের—স্বপ্ন দেখে ভাইবোনদের অনাগত উজ্জ্বল জীবনের। বেকার অবনীকে উত্তীর্ণ করে দেয় তার প্রেমের সংকটে, নববধূ সুধাকে দেয় জীবনের সুধা, নিজের জন্যে রাখে গরল। জীবন-স্বপ্নের পেছনে তার দুরন্ত যে ছোটা—তার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ান মহামায়া। কঠিন আঘাতে একদিন তিনি ভেঙে দিলেন নরেন ও কল্যাণীর জীবন-মিলন স্বপ্ন—নিষ্ঠুরের মত তাঁর আর এক মেয়ে শান্তাকে এগিয়ে দিলেন নরেনের দিকে। কঠোর শপথে কল্যাণী তাই মেনে নিলে।

তারপর কল্যাণীর জীবনে ঘরে-বাইরে এলো আঘাতের পর আঘাত। একটা ভুল বোঝা-বুঝির ঝাপ্‌টার মধ্যে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল শান্তার কুটিল মন, সন্দিগ্ধ মহামায়া—অশান্ত হ'য়ে উঠল সুধা, নিজের অকর্মণ্য বেকার জীবনের দিকে চেয়ে হীনমন্যতায় বিরূপ হয়ে উঠল অবনী। তার হঠাৎ ক্রোধের মাঝখানে একদিন সে ঘর ছেড়ে চলে গেল সুধাকে নিয়ে। ওদিকে বাইরে বিরূপ নরেন—বিরূপ কল্যাণীর অফিসের সহকর্মিরা। নানা কাণাঘুষায় তার জীবন বিষাক্ত করে তুললে। এরই মধ্যে, নিষ্ঠুর এক ভাগ্যের বিদ্রূপের মত অবনীর নতুন বাসায় নরেন আর শান্তা ঘন হয়ে এল দুজনের মনের কাছাকাছি। ঠিক সেই সময়ে নিষ্ঠুরতম বজ্রাঘাতের মতো সুরু হয়ে গেল কল্যাণীর অফিসে স্ট্রাইক। স্ট্রাইক তো নয়—যেন এক অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে তার নারীত্বের মর্য্যাদা—অন্যদিকে পরিবারের দায়ভার। একদিকে তার নিঃশব্দ প্রেমের আরতি—অন্যদিকে সুধা।

এই সংকটের মধ্যে তার নারীত্ব, তার মর্য্যাদা, তার প্রেম, তার পারিবারিক স্নেহবন্ধন—সবটাকে অফিসের বড় সাহেব তুলে ধরলে বাজার দামে, টাকার মূল্যে। নরেনের ক্ষতির ষড়যন্ত্রে প্রলুব্ধ করতে চাইল তাকে মোটা টাকার অংকে।

'তোমরা খুন করবে তাকে'—কল্যাণী চিৎকার ক'রে উঠলে! ঘরে মাও তেমনি চিৎকার করে উঠলে—'বাঁচা এই সংসার—নইলে মর'!

নরেন অবনীর কাছে কালি ঢেলে দিলে তার জীবনে—'সে অধঃপাতে গেছে!'

শান্তা বুনে চলেছে তখন তার জীবনের গভীর স্বপ্ন—পেয়ে গেছে সে নরেনের নাগাল। মিলনের লগ্ন আর দেরী নেই—দেরী নেই। তবু, শেষ মুহূর্ত্তে এসে কি যে ঘটে গেল—!

সঙ্গীতাংশ

(১)

প্রভু, তোমার আলোরে তুমি কেড়ে
নাও— কি কার বলার আছে !
তবু ভগবান শুধাই তোমার কাছে—
আলো দিয়ে যদি দিলে এ আঁখিরে
দেখিবার অধিকার—
তারেই কেন গো অন্ধ করিয়া
আসে এ অন্ধকার ?
প্রভু, মরণের মাঝে এ জীবন কেন বাঁচে
ওগো ভগবান শুধাই তোমার কাছে !—
তব ইসারায় আঁধার রাত্রি হাতছানি
দিয়ে ডাক
শেষ কোরে দাও বেলা—
ওগো ভগবান এ কেমন তব খেলা ॥

তবে কিগো এই আঁধারের মাঝে
হবে আজ সব শেষ—
যে রাত ঘুমায় মনে হয় যেন
মরণেরি কালো বেশ।
তৃষিত হৃদয় আলোরে যে প্রভু যাচে—
তোমার আলোরে তুমি কেড়ে নাও
কি কার বলার আছে ॥

কথা :—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর :—অনুপম ঘটক

(২)

ঐ রামধনুকের স্বপ্ন আঁকা প্রজাপতির
পাখা—
পাখা যে ঐ দোল দুলিয়ে যায় ;
আশায় রাঙা পলাশ ফুলের মন
ভরে না তায়।
বলে আমারই এ রূপের আলো,
তোমার সুরের চেয়ে অনেক ভালো;
আমার পানে যে জন শুধু অবাক
চোখে চায়,
আমার প্রাণের রঙ্‌মহলে পথ সে
খুঁজে পায়—
শুধু সেইতো আমায় পায়।
প্রজাপতির পাখা তবু থামায়নিতো গান
আজ সুরে সুরে ভরা যে ঐ প্রাণ।
বলে রূপ যে তোমার জানি আমি,
আমার সুরের চেয়ে অনেক দামী;
সুরই শুধু থাকে ওগো রূপ যে
ক্ষণিক হায়—
রূপ তো ফুরায় গান যে হৃদয়
চিরদিনই গায়।

কথা :—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর :—অনুপম ঘটক

(৩)

ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর
তুমি সুন্দর আরো,
কত সুন্দর এই দুটি কথা—
"তুমি আমি, তুমি আমি" !
ভালো লাগে ওগো কাকলী কুজনে
ফাগুনের মুখরতা,
আরো ভালো লাগে এই দুটি কথা—
"তুমি আমি, তুমি আমি" !
এই দুটি কথা শুনে পাখিরা গান গায়,
ঐ কুঞ্জ-বাসর ছায়,
ভ্রমর রাখাল পাখার বেনুতে
রচে একি আকুলতা,
তবু, আরো ভালো লাগে এই দুটি কথা
"তুমি আমি, তুমি আমি" !

কথা :—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর :—অনুপম ঘটক

(৪)

ওরে ও যাত্রী—
সম্মুখে ঐ তোর সূর্য্য যে হ'ল গ্রাস মুক্ত;
ক্লান্তি ও মুছে গেলো জীবন হ'ল
যে জয়যুক্ত ।

ওরে ও যাত্রী—
ঐ দেখ্ চেয়ে দেখ্,
আশার নতুন আলো, আরেক নতুন ভোর
আনে রে—
আশার নতুন ভোর আনে রে—
আবার নতুন ভোর আনে রে ;-
ক্লান্ত সূর্য্যমুখী আবার আসে যে তোর
প্রাণেরে !

কথা :—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর :- অনুপম ঘটক

অগ্রদূত পরিচালনায়

এম, পি'র পরবর্ত্তী ছবি—

স্থচিত্রা—উত্তমকুমার অভিনীত

সবার উপরে

কাহিনী :
নিতাই ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত :
রবীন চ্যাটার্জী

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।